"ব্যাকরণ" একটি সংস্কৃত শব্দ যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা। কোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে সেই ভাষার উপকরণ এবং উপাদানগুলোকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে ভাষার অভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা সম্পর্কে জানা যায়। ব্যাকরণ ভাষার শৃঙ্খলা রক্ষা করে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করে এবং তা প্রয়োগের রীতি সুত্রবদ্ধ করে। সুতরাং, ব্যাকরণকে ভাষার আইন বলা যায়।

যে শাস্ত্রের সাহায্যে ভাষার স্বরূপ ও গঠণপ্রকৃতি নির্ণয় করে সুবিন্যস্ত করা যায় এবং ভাষা শুদ্ধরূপে বলতে, পড়তে এবং লিখতে পারা যায়, তাকে **ব্যাকরণ** বলে।

প্রত্যেক ভাষার মতো বাংলা ভাষারও নিজস্ব ব্যাকরণ আছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, "যে শাস্ত্র জানলে বাংলাভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় তার নাম বাংলা **ব্যাকরণ**। "

সব ভাষার ব্যাকরণের মতো বাংলা ব্যাকরণেও চারটি আলোচ্য বিষয় আছে। যেমন: **ধ্বনিতত্ব (Phonology), শব্দতত্ব বা রূপতত্ব (Morphology), বাক্যতত্ব (Syntex) এবং অর্থতত্ব (Semantics)**

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ভাষাকে শুদ্ধরূপে জানা ও ব্যবহার করার জন্য বাংলা ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কারণ ব্যাকরণের কাজই হলো ভাষার চলার পথ সুনির্দিষ্ট করে দেয়া। বাংলা ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে নিচের কারণগুলো উল্লেখযোগ্য:

ভাষার প্রকৃতি ও স্বরূপ জানার জন্য: মনের ভাব অনেকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে, যেমন: ইশারা, ইঙ্গিতে, কথা বা ছবির মাধ্যমে। তবে ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব সঠিকভাবে প্রকাশ করতে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন আছে। কেননা ব্যাকরণ ভাষার প্রকৃতি বা স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভুলত্রুটি নির্ণয় করে শুদ্ধতার নিশ্চয়তা দেয়।

শুদ্ধ উচ্চারণ ও বানান শেখার জন্য: ভাষা লিখতে প্রয়োজন বর্ণের এবং উচ্চারণের জন্য প্রয়োজন ধ্বনির। আর এই বর্ণ এবং ধ্বনিগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণ ও বানান ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। বাংলা ভাষায় উ, ঊ এবং যুক্ত বর্ণের প্রচলন আছে। এছাড়াও আছে ণ,ন,শ,ষ,স এর ব্যবহার। ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে এগুলোর উচ্চারণ পার্থক্য, বানান বিধি জানা যায়।

শব্দের অর্থ, গঠণ ও ব্যবহার জানার জন্য: শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণয়ের জন্য এবং নতুন শব্দ গঠণের জন্য রূপতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শব্দ গঠণ এবং সংক্ষিপ্ত করার উপায় হচ্ছে সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, উপসর্গ প্রভৃতি। যেমন: তিন ফলের সমাহার না বলে আমরা বলি ‘ত্রিফলা ‘। ব্যাকরণ না জানলে এসব শব্দের ব্যবহার অসম্ভব।

বাক্য তৈরী ও তার অর্থ প্রকাশের জন্য: বাক্য গঠণ এবং এর সঠিক অর্থ প্রকাশের জন্য এর সাধারণ অর্থ, ভাবার্থ ও ব্যঞ্জনাময় অর্থ জানতে হবে। এছাড়া সরল বাক্য ও জটিল বাক্য গঠণ প্রক্রিয়া জানতে হবে যা বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। আবার একই শব্দ বাক্য গঠণের ভিন্নতার কারণে কখনও বিশেষ্য, কখনও বিশেষণ হয়। বাগধারার ব্যবহার, উক্তির পরিবর্তন প্রভৃতিতেও বাক্যতত্ত্ব সাহায্য করে।

কবিতা ও গানের ছন্দ এবং অলঙ্করণের জন্য: ছন্দের শুদ্ধতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া ভাষার অলঙ্কার প্রয়োগ এবং এর পদ্ধতিও ব্যাকরণ নির্ণয় করে।

সাহিত্যের গুণ বিবেচনার জন্য: সাহিত্যের গুণ, রীতি, দোষ, অলঙ্কার প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হলে ব্যাকরণ পাঠের বিকল্প নেই।

বাংলা ব্যকরণের ক্রমবিকাশ[সম্পাদনা]

উনিশ শতকে নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিগণ ইংরেজি ভাষায় *বাংলা ব্যাকরণ* রচনা করেছিলেন।

- উইলিয়াম কেরি - (১৮০১ খ্রিঃ)
- গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য - (১৮১৬ খ্রিঃ)
- কিথ - (১৮২০ খ্রিঃ)
- হটন - (১৮২১ খ্রিঃ)
- রাজা রামমোহন রায় - (১৮২৬ খ্রিঃ)
- শ্যামবরণ সরকার - (১৮৫০ খ্রিঃ)
- বীমস্ - (১৮৭২ খ্রিঃ)
- শ্যামচরণ গাঙ্গুলি - (১৮৭৭ খ্রিঃ)
- যদুনাথ ভট্টাচার্য - (১৮৭৯ খ্রিঃ)
- কেপি ব্যানার্জি - (১৮৯৩ খ্রিঃ)

উনিশ শতকে ***বাংলা ব্যাকরণ*** যারা বাংলা ভাষাতে রচনা করেন তারা হলেনঃ -

- রাজা রামমোহন রায় - (১৮৩৩ খ্রিঃ)
- শ্যামাচরণ সরকার - (১৮৫২ খ্রিঃ)
- ব্রজনাথ বিদ্যালংকার - (১৮৭৮ খ্রিঃ)
- নিত্যানন্দ চক্রবর্তী - (১৮৭৮ খ্রিঃ)
- নীলমণি মুখোপাধ্যায় - (১৮৭৮ খ্রিঃ)
- কেদারনাথ তর্করত্ন - (১৮৭৮ খ্রিঃ)
- চিন্তামনি গঙ্গোপাধ্যায় - (১৮৮১ খ্রিঃ)
- প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন - (১৮৮৪ খ্রিঃ)
- ধীরেশ্বর পাঁড়ে - (২য় সং, ১৮৯১)।

বিশ শতকে প্রণীত বাংলা ব্যাকরণসমূহের প্রকৃতি-প্রণালীতে পূর্বের শতকের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ পরিলক্ষিত হয়। ভাষা-সমালোচকদের কেউ কেউ বাংলা ব্যাকরণ চর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী কালে বাংলা ব্যাকরণের আলোচিত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তার রচিত "*The Origin and Development of the Bengali Language*" গ্রন্থে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়েছে।

বিশ শতকে উল্লেখযোগ্য কতিপয় ভাষাবিদ যারা ***বাংলা ব্যাকরণ*** রচনায় প্রয়াস পান তারা হলেনঃ -

- ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ - তার রচিত '*বাঙ্গালা ব্যাকরণ*' (প্রকাশকাল ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় - তার রচিত '*সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*' (১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত)
- ড.মুহম্মদ এনামুল হক - তার রচিত '*ব্যাকরণ মঞ্জুরী*' (১৯৫২ খিস্টাব্দে প্রকাশিত)
- মুহম্মদ আবদুল হাই - '*প্রাথমিক বাংলা ব্যাকরণ*' (১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত)[৬]

উৎপত্তি[সম্পাদনা]

পর্তুগিজ ধর্মযাজক মানুয়েল দা আস্‌সুম্পসাঁউ (Manoel da Assumpcam) বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত তার লেখা *Vocabolario em idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes* শীর্ষক গ্রন্থটির প্রথমার্ধে রয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত, খণ্ডিত ও অপরিকল্পিত বাংলা ব্যাকরণ। এর দ্বিতীয়াংশে রয়েছে বাংলা-পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ-বাংলা শব্দাভিধান। মানোএল ভাওয়ালের একটি গির্জায় ধর্মযাজকের দায়িত্ব পালনের সময় নিজের ও ভবিষ্যৎ ধর্মযাজকদের প্রয়োজনে এই ব্যাকরণ রচনা করেন; বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটানো তার লক্ষ্য ছিল না। লাতিন ভাষার ধাঁচে লেখা এই ব্যাকরণটিতে শুধু রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, কিন্তু ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয় নি। এছাড়া পুরো আঠারো ও উনিশ শতকে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকায় এই গ্রন্থটি বাঙালি ও বাংলা ভাষার কোনো উপকারেও আসেনি তখন।

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণটি রচনা করেন ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড (Nathaniel Brassey Halhed)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের (Warren Hastings) অনুরোধে তরুণ লেখক হ্যালহেড বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় হাত দেন। তার লেখা *A Grammar of the Bengal Language* গ্রন্থটি ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। এ ব্যাকরণটি অনেক কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বের পর্তুগিজ ধর্মযাজকদের মতো নিজ প্রয়োজনে নয়, নিঃস্বার্থ বুদ্ধিজীবী হ্যালহেডের ইচ্ছা ছিল বাংলা ভাষাকে একটি বিকশিত ভাষাতে পরিণত করা।